46544 - বতিরিরে নামাযরে পদ্ধতি

প্রশ্ন

বতিরিরে নামায আদায়রে সর্বোত্তম পদ্ধতি কী?

উত্তররে সংক্ষপ্তিসার

বতিরিরে সর্বনম্নি সংখ্যা এক রাকাত। তনি, পাঁচ, সাত, নয় এবং এগারো রাকাতও বতিরি পড়া যায়। বতিরিরে ক্ষত্রেে পূর্ণতার ন্যূনতম রূপ হচ্ছে দুই রাকাত পড়ে সালাম ফরিয়িে তারপর এক রাকাত পড়ে সালাম ফরোনো। এক সালামে তনি রাকাত পড়াও জায়যে, তবে সখোনে একবার তাশাহহুদ পড়তে হবে,; দুই বার নয়। তনি রাকাতরে মধ্যে প্রথম রাকাতে পুরো সূরা আ'লা, দ্বতিীয় রাকাতে সূরা কাফরিুন এবং তৃতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পড়বে।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

বতিরিরে নামাযরে ফযীলত:

বতিরিরে নামায আল্লাহ তাআলার নকৈট্য অর্জনরে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এমনকি কছিু আলমে তথা হানাফী আলমেগণ মনে করে এটা ওয়াজবি। কন্তিু বশিুদ্ধ মত হচ্ছে এটি সুন্নতে মুয়াক্কাদা। যে নামায প্রতটিি মুসলমিরে নয়িমতি আদায় করা ও পরহিার না করা বাঞ্চনীয়।

ইমাম আহমদ রাহমিাহুল্লাহ বলনে: 'যে ব্যক্তি বতিরিরে নামায পড়ে না সে মন্দ ব্যক্তি। তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা উচতি নয়।'

এর থকেে বতিরিরে নামাযরে গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। বতিরিরে নামাযরে পদ্ধতি সম্পর্কে নম্নিোক্ত পয়ন্টেে আমরা সংক্ষপেে কথা বলতে পারি:

বতিরিরে নামাযরে ওয়াক্ত:

এশার নামায পড়ার পর থকেে বতিরিরে নামাযরে সময় শুরু হয়। এমনকি কউে যদি এশার নামাযকে মাগরবিরে নামাযরে সাথে একত্রে পড়ে তার ক্ষত্রেওে। ফজর উদতি হওয়া পর্যন্ত এর সময় অবশষ্টি থাকে। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "নশ্চিয়ই আল্লাহ একটি নামায দ্বারা তোমাদরে সাহায্য করছেনে। তা হচ্ছে বতিরিরে নামায। আল্লাহ তোমাদরে জন্য এর সময়কে এশার নামাযরে পর থকেে ফজর উদতি হওয়া পর্যন্ত নর্িধারণ করে দয়িছেনে।"[হাদীসটি তরিমযিী (৪২৫) বর্ণনা করনে। শাইখ আলবানী সহীহুত তরিমযিীতে এ হাদসিকে সহহি বলে গণ্য করছেনে]

বতিরিরে নামায ওয়াক্তরে শুরুতে পড়া উত্তম; নাকি বলিম্বে পড়া:

সুন্নাহ প্রমাণ করে যে, কোনো ব্যক্তি যদি শষে রাতে ঘুম থকেে ওঠার ব্যাপারে আশাবাদী হয় তাহলে তার জন্য শষে রাত পর্যন্ত বলিম্ব করে বতিরিরে নামায পড়া উত্তম। কারণ শষে রাতরে নামায উত্তম। এই নামাযে অনকে (ফরেশেতা) উপস্থতি থাকে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "যে ব্যক্তি শষে রাতে উঠতে না পারার আশঙ্কা করবে সে যনে রাতরে শুরুতইে বতিরি পড়ে নয়ে। আর যে ব্যক্তি রাতরে শষে ভাগে নামায পড়ার ইচ্ছা রাখে সে যনে রাতরে শষে ভাগইে বতিরি পড়ে। কারণ রাতরে শষে ভাগরে নামাযে ফরেশেতারা হাজরি হন। সটোই অধকি উত্তম।"[হাদীসটি মুসলমি (৭৫৫) বর্ণনা করনে]

ইমাম নববী রাহমিাহুল্লাহ বলনে: এ অভমিতই সঠকি। অন্য সাধারণ হাদীসগুলোকে এই স্পষ্ট সহহি উত্তমতার অর্থে ব্যাখ্যা করতে হবে। যমেন এক হাদীসে এসছে: 'আমার খললি (প্রয়ি ব্যক্তত্বি) আমাকে উপদশে দয়িছেনে আমি যনে বতিরিরে নামায না পড়ে না ঘুমাই।' এই হাদীসটি এমন ব্যক্তরি ক্ষত্রেে প্রযোজ্য হবে যে ঘুম থকেে উঠতে পারার ব্যাপারে নশ্চিতি নয়।[সমাপ্ত][শরহে মুসলমি (৩/২৭৭)]

বতিরিরে নামাযরে পদ্ধতি:

বতিরিরে নামাযরে সর্বনম্নি পরমিাণ হচ্ছে এক রাকাত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: 'বতিরি হচ্ছে শষে রাতরে এক রাকাত।'[হাদীসটি মুসলমি (৭৫২) বর্ণনা করনে] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলনে: 'রাতরে নামায দুই রাকাত দুই রাকাত করে। তোমাদরে কউে যদি ভোর হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করে তাহলে সে যনে এক রাকাত নামায পড়ে নয়ে। এই রাকাত তার পূর্বরে আদায়কৃত নামাযকে বজেোড় করে দবি।'

কউে যদি এক রাকাতে সীমতি থাকে তাহলে সে সুন্নত আদায় করল। ... তনি, পাঁচ, সাত ও নয় রাকাত বতিরি নামায পড়াও জায়যে।

তনি রাকাত বতিরি পড়লে এর দুটি রূপ। উভয়টি শরয়িতসম্মত:

এক: এক তাশাহহুদরে মাধ্যমে টানা তনি রাকাত পড়া। কারণ আয়শো রাদয়িাল্লাহু আনহা থকেে বর্ণতি হাদীস আছ,ে তনিি বলনে: 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বতিরিরে দুই রাকাতে সালাম ফরোতনে না।' অন্য বর্ণনায় আছ:ে 'তনিি তনি রাকাত বতিরি পড়তনে, সর্বশষে রাকাতে ছাড়া বসতনে না।'[হাদীসটি নাসাঈ (৩/২৩৪) ও বাইহাকী (৩/৩১) বর্ণনা করনে। ইমাম নববী 'মাজমূ' (৪/৭) গ্রন্থে বলনে: ইমাম নাসাঈ হাদীসটি হাসান সনদে এবং বাইহাকী সহহি সনদে বর্ণনা করনে]

দুই: দুই রাকাত পড়ে সালাম ফরিয়িে ফলো। এরপর এক রাকাত পৃথকভাবে পড়া। দললি হলো ইবনে উমর রাদয়িাল্লাহু আনহুমা থকেে বর্ণতি, তনিি জোড় দুই রাকাত ও বজোড় এক রাকাতরে মাঝখানে সালাম ফরোতনে। তনিি উল্লখে করনে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি করতনে।[হাদীসটি ইবনে হব্বিান (২৪৩৫) বর্ণনা করনে। ইবনে হাজার (২/৪৮২) ফাতহুল বারী গ্রন্থে বলনে: হাদীসটরি সনদ শক্তশিালী][সমাপ্ত]

আর যদি পাঁচ অথবা সাত রাকাত পড়ে তাহলে নরিবচ্ছন্নিভাবে পড়ব,ে কবেল শষে রাকাতরে বঠৈকে বসে তাশাহহুদ পড়বে এবং সালাম ফরোব।ে দললি হলো আয়শো রাদয়িাল্লাহু আনহা বর্ণনা করনে: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে তরেো রাকাত নামায পড়তনে। এর মধ্যে পাঁচ রাকাত বতিরি পড়তনে, যার শষে রাকাত ছাড়া কোনো রাকাতে তনিি বসতনে না।'[হাদীসটি মুসলমি (৭৩৭) বর্ণনা করনে]

উম্মে সালামাহ রাদয়িাল্লাহু আনহা বর্ণনা করনে: 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচ এবং সাত রাকাত বতিরি পড়তনে। এর মাঝে সালাম বা কথার মাধ্যমে কোনো বরিতি দতিনে না।'[হাদীসটি আহমদ (৬/২৯০) ও নাসাঈ (১৭১৪) বর্ণনা করনে। ইমাম নববী বলনে: হাদীসটরি সনদ উত্তম। আল-ফাতহুর রাব্বানী (২/২৯৭)। শাইখ আলবানী সহীহুন নাসাঈতে হাদসিটকিে সহহি বলছেনে]

আর যদি নয় রাকাত বতিরি পড়ে তাহলে নরিবচ্ছন্নি পড়ব,ে যার মধ্যে কবেল অষ্টম রাকাতে তাশাহহুদরে জন্য বসব।ে তারপর সালাম না ফরিয়িে উঠে যাবে এবং নবম রাকাতে তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফরোব।ে এর সপক্ষে দলীল হচ্ছে সহহি মুসলমিে (৭৪৬) বর্ণতি হাদীস, আয়শো রাদয়িাল্লাহু আনহা বর্ণনা করনে: 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নয় রাকাত নামায পড়তনে। অষ্টম রাকাত ছাড়া কোনো রাকাতে তনিি (তাশাহহুদরে জন্য) বসতনে না। বসে আল্লাহর যকিরি করতনে, তাঁর প্রশংসা করতনে, তাঁর নকিট দোয়া করতনে (অর্থাৎ আত্তাহয়িাতু পাঠ করতনে)। তারপর সালাম না ফরিয়িে নবম রাকাতরে জন্যে দাঁড়য়িে যতেনে। নবম রাকাত শষে করে তাশাহহুদ পাঠ করার জন্য বসতনে। বসে আল্লাহর যকিরি করতনে, তার প্রশংসা করতনে ও তাঁর নকিট দোয়া করতনে (অর্থাৎ তাশাহহুদ পড়তনে)। এরপর আমাদরেকে শুনয়িে সশব্দে সালাম ফরিাতনে।'

আর যদি এগারো রাকাত বতিরি পড়,ে তাহলে প্রত্যকে দুই রাকাত পড়ার পরে সালাম ফরোবে এবং এক রাকাত বতিরি পড়ব।ে

বিতিরিরে নামাযরে পূর্ণতার ন্যূনতম রূপ:

বিতিরিরে নামাযে পূর্ণতার ন্যূনতম পদ্ধতি হচ্ছে দুই রাকাত পড়ে সালাম ফরোবে। তারপর আরও এক রাকাত পড়ে সালাম ফরোবে। এক সালামে তিনি রাকাত পড়া জায়যে। তবে সক্ষেত্রে একবার তাশাহহুদ পড়তে হবে, দুইবার নয়; যমেনটি ইতপিূর্বে উল্লখে করা হয়ছে।

বিতিরিরে নামাযে কী পড়বনে?

তনি রাকাতরে মধ্যে প্রথম রাকাতে গোটা সূরা আ'লা, দ্বতিীয় রাকাতে সূরা কাফরিুন এবং তৃতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পড়বে।

নাসাঈ (১৭২৯) বর্ণনা করনে: উবাই ইবনে কা'ব রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করছেনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বতিরিরে নামাযে سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى (সূরা আ'লা), قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (সূরা কাফরিুন) এবং قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (সূরা ইখলাস) পড়তনে।[শাইখ আলবানী সহীহুন নাসাঈতে এ হাদসিটকিে সহহি বলছেনে]

বিতিরিরে নামাযরে এই রূপগুলোর ববিরণ সুন্নাহতে বর্ণতি হয়ছে। সর্বোত্তম হচ্ছে একজন মুসলমি সবসময় একই পদ্ধতিতে বিতিরি পড়বে না। বরং কখনো এই পদ্ধতি, আবার কখনো ঐ পদ্ধতিতে বিতিরি পড়বে; যাতে করে সে সকল সুন্নত আদায় করতে সক্ষম হয়।

আল্লাহ তাআলাই সর্বজ্ঞ।